আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্স

(প্রকল্প প্রস্তাবনা)

মহাগ্রন্থ আল কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার কারনে পৃথিবীতে এ ভাষা বিকৃত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ভাষার ব্যাপকতা অনেক। এখানে কিছুটা উল্লেখ করা দরকার।

জাতিসংঘে আরবী ভাষার অবস্থান

জাতি সংঘের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি বছর ১৮ ডিসেম্বর উৎযাপিত হয় আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস বা ওয়াল্ড এরাবিক ল্যাংগুয়েজ ডে। এ দিনটি নির্ধারিত হওয়া খুব সহজ ছিল না। দিনটি নির্ধারিত হতে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। যেমন:

- ১৯৪৫ খ্রি. ২৪ অক্টোবর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় সানফ্রানসিসকো শহরে জাতি সংঘের জন্ম হয়।
- সর্বপ্রথম সউদি আরব ও মরক্কো সরকার আরবী ভাষাকে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা এবং অন্যান্য ভাষারমত এ ভাষায় সার্বিক কাজ সম্পাদন করার আহবান জানায়।
- ১৯৫৪ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ তাদের নবম অধিবেশনে ৮৭৮ নং প্রস্তাবে জাতি সংঘের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আরবি ভাষায় লিখিত অনুবাদ প্রকাশের বৈধতা প্রদান করে। তবে বছরে চার হাজার পৃষ্ঠা অনুবাদের একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সাথে সাথে এ শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, অনুবাদের ব্যয়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশকে বহন করতে হবে এবং নথি ও কাগজপত্র আরব এলাকার রাজনৈতিক ও আইন বিষয়ক হতে হবে।
- ১৯৬০ খ্রি. জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা “ইউনেসকো” আরব দেশগুলোতে আরবি ভাষায় সভা সেমিনার ও জাতীয় সম্মেলন পরিচালনা এবং তাদের নিজস্ব নথিপত্র ও প্রচারপত্র আরবীতে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।
- ১৯৬৬ খ্রি. সাধারণ সভাগুলোতে ভিন্ন ভাষা থেকে আরবি ভাষায় এবং আরবি ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় তাৎক্ষণিক অনুবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ১৯৬৮ খ্রি. অনুবাদের সাথে সাথে আরবি ভাষাকে ইউনেসকোর সাধারণ সভা ও কর্ম পরিষদের কার্যকরি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই ধারাবাহিকতার সাথে সাথে আরব বিশ্বের কূটনৈতিক চাপ ও চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এতে সউদি আরব ও মরক্কো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
- ১৯৭৩ খ্রি., শেষ পর্যন্ত তারা আরবী ভাষাকে জাতিসংঘের সাধারণ সভার মৌখিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করাতে সমর্থ হয়।

- পরবর্তীতে আরব লীগ তাদের ৬০তম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আরবীকে জাতিসংঘসহ তার অন্যান্য সংস্থাগুলোর দাপ্তরিক ভাষা করতে হবে।
- ১৯৭৩ খ্রি., অবশেষে জাতিসংঘের ২৮ তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আরবী ভাষাকে জাতিসংঘ ও তার সংশ্লিষ্ট সংস্থার দাপ্তরিক ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তখন থেকে জাতি সংঘের দাপ্তরিক ভাষা ৬ টি যথা: আরবী, চীনা, ইংরেজী, ফরাসি, রুশ ও স্প্যানিস।
- ২০১০ খ্রি. জাতি সংঘের সাধারণ পরিষদে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দিবসকে বিশ্ব আরবী ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

যত মানুষ ও দেশ আরবী ভাষা ব্যবহার করে

এ ভাষায় যারা কথা বলেন তাদের সংখ্যা অনেক। যত দেশের মানুষ কথা বলে সেটাও কম নয়। পৃথিবীর মানুষেরা যত ভাষায় কথা বলে আরবী তার মাঝে চতুর্থ। অর্থাৎ ১২৮ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ চীনা ভাষায়, ৪৩ কোটি ৭০ লক্ষ স্প্যানিস ভাষায়, ৩৭ কোটি ২০ লক্ষ ইংরেজী ভাষায়, ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ আরবী ভাষায় এবং ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ্য বাংলা ভাষায় কথা বলে। লোক সংখ্যার পাশাপাশি ২৮ টি দেশের সরকারী ভাষা আরবী।

যে সকল দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা আরবী

আলজেরিয়া, বাহরাইন, কোমোরোস, চাদ, সাইপ্রাস (সংখ্যালঘু), জিবুতি, মিশর, ইরিত্রিয়া, ইরাক, ইসরায়িল (হিবরুর পাশাপাশি) জর্দান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালি, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, ওমান, ফিলিস্তিন, কাতার, সৌদি আরব, সেনেগাল, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান, সুদান, সিরিয়া, তিউনিসিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, পশ্চিম সাহারা এবং ইয়ামান । এসব আরবীভাষী দেশ ছাড়াও তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ও প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের ৪২২ মিলিয়ন আরব জনগোষ্ঠী এবং দেড়শ' কোটিরও বেশি মুসলিম তাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনে এবং ধর্মীয় আচরণে এ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন।

আরবী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এ ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনে এ ভাষা রপ্ত করতে হয়। বিশেষ করে আর্থিক প্রয়োজন পূরণে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে আরবী ভাষা চর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে তার কিছু দিক ও বিভাগ উল্লেখ করা হলো-

ক. রেমিটেন্স অর্জনে: বাংলাদেশ সউদী আরবসহ কুয়েত, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন ও ইরাক থেকে প্রচুর রেমিটেন্স অর্জন করে। তবে পঁচিশ লক্ষ্যাধিক মানুষ যা উপার্জন করে তা খুবই স্বল্প। কারণ বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক ভালো আরবী জানে না। সে জন্য তাদের নিম্ন শ্রেনির চাকুরি করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে যদি আলাদা করে এ জনবলকে আরবী ভাষায় দক্ষ করে পাঠানো যায়, তাহলে এ আয় জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাবে। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে ভারত। তারা বিশেষ করে আরব বিশ্বে জনশক্তি প্রেরণের আগে তাদেরকে আরবীতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সে জন্য আরব বিশ্বের বড় বড় কোম্পানিতে শীর্ষ পদগুলিতে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় ও লক্ষণীয়।

খ. ব্যবসায়িক সফলতার জন্যে : সুদূর অতীত কাল থেকে আরব বিশ্বের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগ অব্যহত ছিল। সে জন্য খুব অচেনা অজানা স্থানের ভাষা আরবী। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান দুটি খনিজ সম্পদ স্বর্ণ এবং তেল এ দুটি খনিজ সম্পদের বড় মজুদ রয়েছে আরবী ভাষাভাষি দেশে। সে জন্য যারা এসব খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণা ও ব্যবসা করতে আগ্রহী তাদেরও আরবী শিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া যারা আরব বিশ্বে হোটেল, মোটেল, পর্যটনস্থান , আন্তর্জাতিক মানের ফুড সেন্টার ও কফিশপে চাকুরি করে তাদের জন্য এ ভাষা রপ্ত করা অত্যাবশ্যক।

গ. একাডেমিক যোগ্যতা অর্জনে: পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরব বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ‘ আল কারওয়াইন বিশ্ববিদ্যালয়। ৮৫৯ খ্রি. মরোক্কোতে ফাতিমা আল-ফিহরি নামে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা এটা প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামী বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ‘ আল- আজহার বিশ্ববিদ্যালয়’ ৯৭০ খ্রি. প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । এছাড়া বাগদাদের ‘ আন্ নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়’ ১৬০৫ খ্রি. প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা আরবী। সুতরাং ঐতিহ্য ও সভ্যতার লালন ভূমিতে বিচরণের জন্য আরবী জানা অত্যাবশ্যক। বর্তমান সময়ে দক্ষ একাডেমিক ব্যক্তিত্ব তৈরীর জন্যে মিশরের আল আজহার ও সউদী আরবের ‘ কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কিং আবদুল আজীজ বিশ্ববিদ্যালয়, জামিআতুল মালিক ফয়সাল, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেয়েদের জন্য জামিয়া নুরা তে অনেক ছেলে মেয়ে ভর্তি হচ্ছে। তারা সকলেই আরবী ভাষায় দক্ষ হয়েই এ পর্যায়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। সুতরাং খুব ভিশনারি ও উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার কোন বিকলপ নেই।

গ. কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করনের লক্ষ্যে : এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। কারণ আরবী না জানলে পৃথিবীর প্রায় ত্রিশটি রাষ্ট্রের সাথে আমাদের যোগাযোগ কমে যায়। অন্য ভাষার মাধ্যমে কাজ সমাধান করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা ও মনের ভাব বিনিময় করা যায় না। গভীর আন্তরিকতা গড়ে ওঠে না। এটার গুরুত্ব অনুধাবন করেই কিছুদিন পূর্বে ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের আরবী ট্রেনিং প্রদান করেছে। কারন এ ভাষা শিক্ষা ছাড়া পৃথিবীর মানুষের কাছে নিজেদের অবস্থান জানানো যায় না। সে জন্য খুব উচ্চাভিলাশি ও চ্যালেনজিং ক্যারিয়ারের জন্য আরবী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

ঘ. গণমাধ্যম কর্মী গঠনেঃ পৃথিবী এখন তথ্য-প্রযুক্তি ও মিডিয়া নির্ভর হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করবে না। এখন পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ সেই করতে পারে, যার হাতে মিডিয়া বা গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লেভেলে খুব প্রেসটিজিয়াস ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিত্ব গঠনে মিডিয়া এরাবিক শিক্ষা করে পৃথিবীব্যাপি নিজকে এবং নিজের দেশকে শক্তিশালী ভাবে উপস্থাপন করা যায়। এ ছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, আল জাজিরা , বিবিসি, সিএন এন এসব স্থানে আরবীতে দক্ষ করে মানব সম্পদ সরবরাহ করার বিশাল সুযোগ রয়েছে।

ধর্মীয় প্রয়োজনে আরবী ভাষা শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

দ্বীনী প্রয়োজনে কেন আরবী ভাষা শিখতে হবে সে ব্যাপারে অনেক আলোচনা রয়েছে। এখানে খুব সংক্ষেপে আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হলো

১. আরবী ভাষা না জানলে দ্বীনের পরিপূর্ণ বিবরণ জানা সম্ভ নয়। এজন্য মহান আল্লাহ আল কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছেন। তিনি বলেনঃ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ পরিষ্কার আরবী ভাষায় (আশ-শুআরা- ১৯৫) তিনি আরো বলেনঃ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (ইউসুফ-২)
২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আরবী ভাষাকে শিক্ষার জানার এবং ভালোবাসার কয়েকটি কারণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" :أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي، والقرءان عربي، وكلام أهل الجنة عربي ."رواه الطبراني

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবি করিম স. বলেছেন, তোমরা তিন কারণে আরবিকে ভালোবাস, কেননা আমি আরবি ভাষাভাষি, কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ এবং জান্নাতিদের ভাষা হবে আরবি।

৩. আরবী ভাষাকে কুরআন ও হাদীস বোঝার মূল চাবিকাঠি হিসেবে গন্য করা হয়

আরবী শিক্ষার ব্যাপারে উমার ফারুক রা. বলেনঃ

"تعلَّموا العربيةَ؛ فإنها من دينِكم، وتعلَّموا الفرائضَ؛ فإنها من دينكم"

তোমরা আরবী শিক্ষা কর , কেননা তা দ্বীনে অংশ; তোমরা ফারাইদ শিক্ষা কর , কেননা তা দ্বীনের অংশ।

দ্বিতীয় খলিফা সাইয়্যেদুনা ‘উমার ফারুক রা. আরো বলেনঃ

عليكم بالتفقه في الدين، والتفقه في العربية وحسن العربية.

সাইয়্যেদুনা ‘উমার ফারুক রা. বলেন: তোমাদের উচিত দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা, আরবীতে পাণ্ডিত্য অর্জন করা এবং আরবীতে ভালো হওয়া ।

তিনি আবু মুসা আল আল আশ‘আরী রা. কে লিখেছিলেন:

تفقهوا في السنة، وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن، فإنه عربي.

সুন্নার জ্ঞানার্জন করো এবং আরবীর দক্ষতা অর্জন করো। আল কুরআন প্রসার করো কেনান তা আরবী

৪. নাবী করিম সা. এ সর্বশেষ বাণী হলো

عَنْ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ " .

রাসূলুল্লাহ সা. বলেন: আমি তোমাদের মাঝে দু’টি বিষয় রেখে যাচ্ছি , যতক্ষণ সে দুটো আকড়ে থাকবে, তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না । তা হলো আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর নবীর সুন্নাত।

সুতরাং সঠিক পথে থাকার জন্যে এবং আল কুরিআন ও আল হাদীস মানতে হবে। আর তা বুঝতে হলে অবশ্যই আরবী ভাষা জানতে হবে। কেউ বলতে পারেন অন্য ভাষা জানার মাধ্যমেও এগুলো জানা যায়; সে ক্ষেত্রে বলা যায়, কোন ভার্ষণ করে পড়া, জানা আর আসল সোর্স থেকে জানা-বোঝা নিশ্চয় এক কথা নয়।

৫. ৮ম শতাব্দীর বিখ্যাত পন্ডিত শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) (১২৬৩-১৩২৮খ্রি.) আরবী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বলেন:

نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب

‘আরবী ভাষা স্বয়ং দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা জানা অত্যাবশ্যক দায়িত্ব।

অতএব, আরবী ভাষা পঠন- পাঠন যেমন জাগতিক জীবনের জন্য প্রয়োজন; তেমনি আখিরাতের জন্যও। এজন্য আরবী ভাষা শেখার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সুতরাং ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে চলা , আরবীভাষী বিভিন্ন দেশে চাকুরী করা এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আত্নবিশ্বাসী প্রস্তুতি এ কোর্সে মাধ্যমে অর্জন হবে ইনশা আল্লাহ।

এ কোর্স পরিচালনার সময় যে সব কাজ করা হবে ইনশা আল্লাহ

১. অনলাইন বা অফলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করা হবে ।
২. প্রত্যেক ক্লাসের জন্য লেকচার সিট প্রদান করা হবে।
৩. প্রতিটি ক্লাসের শুরুতে আগের ক্লাসের লেকচার রিভিউ করা হবে।
৪. প্রেজেন্টেশন, কুইজ, টেস্ট এবং এ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ করা হবে।
৫. ক্লাস সময় ১ঘন্টা ১৫ মি. এবং ১৫ মিনিট প্রশ্ন-উত্তর গ্রহণ।
৬. মাদরাসায় পড়া অথবা মাদরাসায় না পড়া সকলকে সমন্বয় করা।

এ কোর্সে অংশগ্রহণকারীর প্রস্তুতি

১.আরবী ভাষা শেখার সিরিয়াস ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকা।
২. পদত্ত লেকচার সিট ও নির্দেশনা শতভাগ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করা।
৩. প্রতিটি ক্লাসে যথাসময়ে অংশগ্রহণ করার জন্য পূর্বেই সকল ধরনের ব্যস্ততা ম্যানেজ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা।
৪. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী প্রতিটা ক্লাস বুঝে নেওয়ার জন্য মনে যত প্রশ্ন উদিত হবে তা অবশ্যই প্রকাশ করা।
৫. এ কোর্সে মাদরাসা থেকে পড়ুয়া অথবা স্কুল-কলেজ থেকে অধ্যয়ন করা সকলেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে।
৬. আল কুরআন তেলাওয়াত করতে পারা।

এ কোর্স শেষে যে দক্ষতা অর্জন হবে ইনশা আল্লাহ

১. আত্মবিশ্বাস সহকারে পারস্পরিক যোগযোগ করার যোগ্যতা অর্জন,
২. চাকুরীর ধরন অনুযায়ী আরবীতে কথা বলার যোগ্যতা অর্জন,
৩. দৈনন্দিন জীবনে যত যোগাযোগ দরকার হয় তা করতে শেখা,
৪. আরবী ভাষা বলতে ও বুঝতে পারার স্কিল অর্জন,
৫. আরবী ভাষায় কথা বলার ভীতি দূর হবে এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি,
৬. আল কুরআনের অনেক সংখ্যক শব্দের পরিচয় বুঝতে পারা,
৭. সালাতে অধিক পঠিত দু'আ ও সুরার অর্থ বুঝতে পারা,
৮. সর্বোপরি আল কুরআন ও আল হাদিস বোঝার আত্মবিশ্বাসী একজন পাঠক হিসেবে গড়ে ওঠা।
৯. সর্বোপরী আরবী ভাষা কেন্দ্রিক ভয় দূর হবে এবং আরবী শুনে বুঝতে পারারমত প্রাথমিক পুঁজি অর্জন হবে ইনশা আল্লাহ।

প্রাগুক্ত ভাবনাগুলো সামনে রেখে চাকুরী উপযোগী এবং দৈনন্দিন চলাফেরার জন্য আরবী ভাষার যে সকল বিষয় জানা দরকার তার একটি পরিকল্পনা ও রুপরেখো উপস্থাপন করা হলো।

আরবী স্পোকেন কোর্স মোট ক্লাস ২৫, পরীক্ষা + অন্যান্য যাচাই ৫ । মোট ৩০ যে সব শিরোনামকে সামনে রেখে আরবী স্পোকেন কোর্স পরিচালিত হবে (খসড়া)		
1	اَلتَّحِيَّةُ وَالتَّعَارُفُ	সম্ভাষণ ও পারস্পরিক পরিচয়
2	اَلسَّكْنُ	বসবাস
3	اَلحَيَاةُ الْيَوْمِيَّةِ	দৈনন্দিন জীবন
4	اَلطَّعَامُ وَالشَّرَابُ	খাদ্য ও পানীয়
5	اَلصَّلاِةُ	সালাত / নামাজ
6	اَلّلغَةُ اْلعَرَبِيَّةُ	আরবী ভাষা
7	السِّياحَةُ	
8	اَلتَّسَوُّقُ	বাজার করা
9	الاشهر والسنة والفصول والوقت	মাস, বছর ও সময়
10	الامتحان والعطلة	পরীক্ষা ও ছুটি
09	اَلنَّظَافَةُ	পরিচ্ছন্নতা
10	اَلنَّاسُ وَاْلأَمَاكِنُ	মানুষ এবং বিভিন্ন স্থান
11	اَلْأَمْنُ	নিরাপত্তা
12		
13	اَلْحَجُّ وَ اْلعُمْرَةُ	হাজ্ব ও উমরা
14	practice	
15		
16	Exam 1	
17	Everyday talks- 1	
18	Everyday talks- 2	
19	Practice	
20	practice	
21	practice	
22		
23		
24		
25		

ড. মুহা: রফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।